শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৮।২২ শ্লোকে শ্রীভগবান কপিলদেব নিজজননী দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন—"হে মাতঃ! যাঁহার চরণ প্রক্ষালনে আবির্ভূতা শ্রীগঙ্গার সংসারোদ্ধারক জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব অর্থাৎ পরম সুখলাভ করিয়াছিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।৩০ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—"হে বৎস! আমাকে যে পরমেশ্বর বুদ্ধি করিয়াছ, তাহাতে তোমার অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু আমি শ্রীবিষ্ণু-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করি। শঙ্কর শ্রীবিষ্ণুর অধীন হইয়া সংহার করেন। সৃজন, পালন ও সংহাররূপ ত্রিবিধ শক্তিসমন্বিত শ্রীবিষ্ণু পুরুষরূপেই এই বিশ্বকে পালন করিয়া থাকেন।" এই সকল প্রমাণবলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে—শ্রীবিষ্ণুর সহিত শিবের সমতা কল্পনা কখনও করা যাইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণে শিব যে শ্রীবিষ্ণুর অধীন, তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বাদশস্কন্ধে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শঙ্কর, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতির নাম যে নিজশক্তিসিদ্ধ নহে, তাহাই শ্রীমাধ্বভাষ্যপ্রদর্শিত বচন হইতে পাওয়া যায়। যথা—

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃস্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ ব্রহ্মণামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥

রুদ্র অর্থাৎ রুক্ষ হৃদয়কে বিগলিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনের একটি নাম রুদ্র। সকলের নিয়ামক বলিয়া শ্রীবিষ্ণু ঈশান বলিয়া বিখ্যাত। সকল হইতে মহান বলিয়া তিনি মহাদেব নামে খ্যাত। সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া যে সকল মানব নাক অর্থাৎ অখণ্ড সুখ অনুভব করে, শ্রীবিষ্ণু সেই সকল মানবের আধার বলিয়া তাঁর একটি নাম পিনাকী। সুখস্বরূপ বলিয়া তিনি শিব এবং সর্ব্বসংহার করেন বলিয়া তিনি হর। কৃত্য অর্থাৎ কর্ম্মাত্মক এই দেহে নিয়ামকরূপে বাস করেন বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর একটি নাম কৃত্তিবাস।